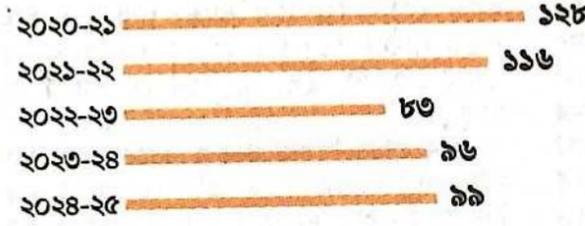


# রপ্তানি বাজার সীমিত, সম্ভাবনার পাশাপাশি বাড়ছে ঝুঁকি

## কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশিল্প

### কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি (কোটি ডলার)



এই ধরনের বাজারঘনত্ব বড় ঝুঁকি তৈরি করে। কারণ কোনো বাজারে আমদানি বিধিনিষেধ বা চাহিদা কমে গেলে রপ্তানি কমে যেতে পারে

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম  
গবেষণা পরিচালক, সিপিডি

প্রণোদনা তুলে নিলে অনেকেই রপ্তানি ঝুঁকিতে পড়বেন, এটি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ব্যবসার সব সনদ এক সংস্থা থেকে দিতে হবে

ইকতাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক, বাপা



প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ পাঁচ (কোটি ডলার)

### জসিম উদ্দিন বাদল

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি রপ্তানিকে সমৃদ্ধ করছে কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশিল্প। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে এ খাত থেকে। এ খাত শীর্ষ পাঁচটি রপ্তানি খাতের একটি। এর মধ্যে শুধু প্রক্রিয়াজাত খাদ্য থেকেই রপ্তানি আয় এসেছে ৪০ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে তুলনায় বেড়েছে প্রায় ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে অন্তত ৫ লাখ মানুষের।

রপ্তানি করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যউপাত্ত বলছে, গত ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো এ খাত ১০০ কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের মাইলফলক অতিক্রম করে। ওই অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১২৮ কোটি ডলার। এরপর সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি হয় ৯৮ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের।

পাঁচ দেশ থেকে রপ্তানি আয়ের ৬০%

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, বিলিয়ন ডলারের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানির মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের অংশ অর্ধেকের কাছাকাছি। বাপার

সিংহভাগ নির্দিষ্ট কিছু দেশেই হয়। দেশের ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে পণ্য উৎপাদন হয়। সেজন্য বিদেশেও প্রবাসীরা এসব পণ্যের ক্রেতা। কারণ, ভিন্ন দেশিদের বেশির ভাগ এসব খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত নন। তবে বিভিন্ন দেশে যেসব খাদ্যমেলা হয়, সেগুলোতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশি খাদ্য প্রদর্শন ও ব্র্যান্ডিং করা গেলে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। সেজন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার।

রপ্তানিতে এই ধরনের বাজারঘনত্ব বড় ঝুঁকি তৈরি করে বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি)

রপ্তানিকারকরা জানান, এখন যারা রপ্তানি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল তারা ঝুঁকিতে পড়বেন। তবে এলডিসি উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য নতুন সুযোগও তৈরি করবে। যেমন- অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্র্যান্ডেড এবং রেডি-টু-ইট খাবারের চাহিদা বাড়বে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আরও বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

প্রাণ গ্রুপের পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, কৃষক ও উদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে ঋণ, যন্ত্রাংশ ও কৃষি উপকরণ আমদানিতে শুল্কছাড় এবং পরিবহন ব্যয়ে ভর্তুকি দিলে উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যয় কমবে। ব্যবসার লাইসেন্স ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজ ও ডিজিটাল করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বন্দরে পণ্য খালাসের দীর্ঘসূত্রতা কমানো, সড়ক যোগাযোগ উন্নত করা এবং আফ্রিকা, আসিয়ান ও সার্কভুক্ত দেশের সঙ্গে কার্যকর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে হবে।

### পখনকশা ও সংস্কার

উৎপাদক ও রপ্তানিকারকরা বলছেন, এলডিসি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নগদ সহায়তা থেকে সরে এসে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও গবেষণার দিকে নজর দিতে হবে সবাইকে। কিছু নীতিসহায়তাও দরকার। বিশেষ করে ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন এবং আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন নথিপত্র জমা দেওয়ার যে জটিলতা রয়েছে, তা সহজ করার পাশাপাশি বিডার ওএসএসকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি এসব কাঠামোগত সংস্কার করলে প্রক্রিয়াজাত খাত পরবর্তী পোশাক শিল্প হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সরকার ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণে ৫ থেকে ১০ বছরের কর অবকাশ এবং ২০ শতাংশ রপ্তানিতে ভর্তুকি সুবিধা দিচ্ছে। তবে টেকসই উন্নয়নের জন্য গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিনিয়োগ বাড়তে হবে।

এ বিষয়ে কামরুজ্জামান কামাল বলেন, এলডিসি উত্তরণের পর নগদ প্রণোদনা বন্ধ হলে প্রযুক্তি, গবেষণা ও মান উন্নয়নে সরকারকে বিকল্প

প্রণোদনা তুলে নিলে অনেকেই রপ্তানি ঝুঁকিতে পড়বেন, এটি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ব্যবসার সব সনদ এক সংস্থা থেকে দিতে হবে  
ইকতাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক, বাপা

**প্রক্রিয়াজাত  
পণ্য  
রপ্তানিতে  
শীর্ষ পাঁচ  
(কোটি ডলার)**



### জসিম উদ্দিন বাদল

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি রপ্তানিকে সমৃদ্ধ করছে কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশিল্প। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে এ খাত থেকে। এ খাত শীর্ষ পাঁচটি রপ্তানি খাতের একটি। এর মধ্যে শুধু প্রক্রিয়াজাত খাদ্য থেকেই রপ্তানি আয় এসেছে ৪০ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে তুলনায় বেড়েছে প্রায় ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে অন্তত ৫ লাখ মানুষের।

খাতসংশ্লিষ্ট ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিশ্বের ১০৬টি দেশে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে। এর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে ভিন্ন বাস্তবতা। রপ্তানিবাজার ও পণ্যের বৈচিত্র্য যতটা বিস্তৃত মনে হয়, বাস্তবে ততটা নয়। বাজার মূলত প্রবাসী ভোক্তাকেন্দ্রিক। রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও বাজার বৈচিত্র্য, উচ্চমূল্যের পণ্য উন্নয়ন ও ব্র্যান্ডিংয়ের ঘাটতির কারণে তা হচ্ছে না। সে কারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ ও পণ্যের অতিনির্ভরতা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে রপ্তানিতে, যা ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এমন বাস্তবতায় তাদের পরামর্শ হচ্ছে টেকসই রপ্তানির জন্য বাজার ও পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো, মান ও সার্টিফিকেশন জোরদার করা এবং প্রবাসীনির্ভরতা কাটিয়ে মূলধারার বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করা। উচ্চ মূল্য ও মূল্য সংযোজিত পণ্যের দিকে ঝুঁকতে হবে। একই সঙ্গে সরকারকে অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা দিতে হবে। তাহলে পোশাকের পরই কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশিল্প হতে পারে দেশের দ্বিতীয় রপ্তানি খাত।

**কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি**  
বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) তথ্যমতে, প্রায় ৬৩ ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসহ ৭০০ ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। দেশে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হাজারখানেক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত থাকলেও রপ্তানি করে প্রায় ২৫০ প্রতিষ্ঠান। তবে বড় ও মাঝারি ২০টি প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে বেশি

রপ্তানি করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যউপাত্ত বলছে, গত ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো এ খাত ১০০ কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের মাইলফলক অতিক্রম করে। ওই অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১২৮ কোটি ডলার। এরপর সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি হয় ৯৮ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের।

**পাঁচ দেশ থেকে রপ্তানি আয়ের ৬০%**

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, বিলিয়ন ডলারের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানির মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের অংশ অর্ধেকের কাছাকাছি। বাপার তথ্যমতে, বিশ্বের ১০৬টি দেশে প্রায় ৪০ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। তবে প্রতিটি দেশে গড়ে ৩৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার রপ্তানি হলেও সব দেশে রপ্তানি সমান নয়। রপ্তানির বড় অংশ যায় অল্প কয়েকটি দেশে। বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভারত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র—এই পাঁচটি দেশ থেকে আসে মোট রপ্তানির প্রায় ৬০ শতাংশ। মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কানাডা, ওমান, কাতার, নেদারল্যান্ডসসহ বাকি ১০১টি দেশে রপ্তানি হয় অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ।

পণ্যের পরিমাণেও একই চিত্র দেখা যায়। গড়ে প্রতি দেশে রপ্তানির পরিমাণ ১ হাজার ৯২২ টন রপ্তানি হয়। তবে শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাতে রপ্তানি সর্বোচ্চ ৪৩ হাজার ৮৯৬ টনে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ মূলত নিম্নমূল্যের পণ্য বেশি রপ্তানি করছে।

পণ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, রপ্তানি আয়ের বড় অংশ কয়েকটি পণ্যের দখলে। মোটামুটি ১০টি পণ্য থেকেই বেশি রপ্তানি আয় আসছে। এর মধ্যে সাধারণ বিস্কুট থেকে ৮ কোটি ৮৫ লাখ ডলার, নুডলস থেকে ৩ কোটি ৮৬ লাখ ডলার, ফল ও ককটেল ড্রিংকস থেকে ২ কোটি ৮৪ লাখ ডলার, পুরোটো থেকে ২ কোটি ৭৪ লাখ ডলার এবং চানাচুর থেকে ২ কোটি ১৫ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় আসছে। এছাড়া বেশির ভাগ পণ্যের বার্ষিক রপ্তানি আয় ১০ লাখ ডলারের আশপাশে।

এ বিষয়ে আকিজ বেকার্সের উপদেষ্টা অনুপ কুমার সাহা সমকালকে বলেন, এটি ঠিক রপ্তানির

সিংহভাগ নির্দিষ্ট কিছু দেশেই হয়। দেশের ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে পণ্য উৎপাদন হয়। সেজন্য বিদেশেও প্রবাসীরা এসব পণ্যের ক্রেতা। কারণ, ভিন্ন দেশিদের বেশির ভাগ এসব খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত নন। তবে বিভিন্ন দেশে যেসব খাদ্যমেলা হয়, সেগুলোতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশি খাদ্য প্রদর্শন ও ব্র্যান্ডিং করা গেলে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। সেজন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার।

রপ্তানিতে এই ধরনের বাজারঘনত্ব বড় ঝুঁকি তৈরি করে বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তাঁর মতে, কোনো একটি বড় বাজারে নীতিগত পরিবর্তন, মূল্যস্ফীতি, আমদানি বিধিনিষেধ থাকলে বা ভোক্তা চাহিদা কমে গেলে সামগ্রিক রপ্তানি কার্যক্রমে বড় ধাক্কা লাগতে পারে। তাই বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়ে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, উদ্যোক্তাদের পণ্যের মান উন্নত করার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তির প্রতি নজর দিতে হবে। পাশাপাশি সরকারকেও প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা দিতে হবে।

**উৎপাদন ও রপ্তানিতে চ্যালেঞ্জ**

উদ্যোক্তা ও কৃষকরা বলছেন, তারা নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এ শিল্পকে টেনে নিচ্ছেন। এখনও কোনো কোনো এলাকায় দিনে ১০-১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং হিমাগারনির্ভর পণ্যগুলোর মান নষ্ট হয়ে যায়। ঋণের উচ্চ সুদহার ও কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার জটিলতা উৎপাদন ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। অপরিাপ্ত সংরক্ষণ ও পরিবহনের অভাবে উৎপাদিত ফল ও সবজির ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ নষ্ট হয়। অন্যদিকে এ খাতের প্রায় ৭০ শতাংশ শ্রমিকই অদক্ষ, যা উৎপাদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন অর্জনে বড় বাধা হয়ে আছে।

২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর রপ্তানি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরাসরি নগদ প্রণোদনার সুবিধা থাকবে না। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন

সরে এসে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও গবেষণার দিকে নজর দিতে হবে সবাইকে। কিছু নীতিসহায়তাও দরকার। বিশেষ করে ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন এবং আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন নথিপত্র জমা দেওয়ার যে জটিলতা রয়েছে, তা সহজ করার পাশাপাশি বিভার ওএসএসকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি এসব কাঠামোগত সংস্কার করলে প্রক্রিয়াজাত খাত পরবর্তী পোশাক শিল্প হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সরকার ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণে ৫ থেকে ১০ বছরের কর অবকাশ এবং ২০ শতাংশ রপ্তানিতে তরুণিক সুবিধা দিচ্ছে। তবে টেকসই উন্নয়নের জন্য গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

এ বিষয়ে কামরুজ্জামান কামাল বলেন, এলডিসি উত্তরণের পর নগদ প্রণোদনা বন্ধ হলে প্রযুক্তি, গবেষণা ও মান উন্নয়নে সরকারকে বিকল্প সহায়তা বাড়াতে হবে।

বাপার সাধারণ সম্পাদক ও আহমেদ অ্যাড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ইকতাদুল হক বলেন, চিপস-চানাচুর-বিস্কুটজাতীয় পণ্য রপ্তানি করে বেশি আয় করা যায় না। সেজন্য এখন উদ্যোক্তারা উচ্চমূল্যের পণ্যের দিকে এগোচ্ছে। তবে গ্যাস-বিদ্যুতের দাম, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সনদ নিতে হয়রানি ও অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় উৎপাদন খরচ বাড়াচ্ছে। ফলে প্রতিযোগিতার কারণে রপ্তানি কমছে। যেমন—ভারত থেকে পণ্যবোঝাই একটি কনটেইনার সৌদি আরবে পাঠাতে ভারতীয়দের খরচ হয় ১২শ থেকে ১৩শ ডলার। বাংলাদেশ থেকে একই কনটেইনার পাঠাতে খরচ লাগে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার ডলার। এ কারণে রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই চলে যায় পরিবহনে।

তিনি বলেন, রপ্তানিতে বিদ্যমান প্রণোদনা তুলে নিলে অনেকেই ব্যবসার ঝুঁকিতে পড়বেন। তাই সরকারের উচিত প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ব্যবসা পরিচালনার সব সনদ এক সংস্থা থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

সার্বিক বিষয়ে কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কৃষি উৎপাদন বাড়লে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়বে। এ জন্য উন্নত জাতের বীজ, আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার ও জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে উদ্যোক্তাদের প্রক্রিয়াজাত পণ্যে ভ্যালু অ্যাড করে বৈচিত্র্য আনতে হবে। নতুন বাজার খুঁজতে হবে। সরকারকেও সময়মতো প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা দিতে হবে।



# যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের 'পাল্টা শুল্ক' বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ নীতির প্রভাবে দেশটির সামগ্রিক পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি কমে শুরু করেছে। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি গত এক বছরে প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) অ্যাডভাইসার জেমিসন গ্রিয়ার।

সম্প্রতি ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে প্রকাশিত নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ২০২৫ সাল ইতিহাসে 'শুল্কের বছর' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে নেওয়া নতুন শুল্ক ও বাণিজ্য চুক্তিভিত্তিক কৌশল যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে এবং দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ইতিবাচক ফল দিচ্ছে।

গ্রিয়ার উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিজে ভালো বা মন্দ নয়। আসল প্রশ্ন হলো, বিদ্যমান বাণিজ্য কাঠামো জাতীয় স্বার্থে কাজ করছে কিনা। তাঁর ভাষায়, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে উৎপাদন কোথায় হচ্ছে, তা বড় বিষয় না হলেও মিশিগানের গাড়ি শ্রমিক বা টেক্সাসের তুলা চাষির জন্য বিষয়টি জীবন-জীবিকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প প্রশাসন 'শুল্ক ও চুক্তি'— এই দুইয়ের সমন্বয়ে একটি নতুন বাণিজ্য কাঠামো গড়ে তুলেছে। চলতি বছরের ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি শুল্ক কাঠামো কার্যকর করে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উদ্বৃত্ত বাণিজ্য করা দেশগুলোর ওপর ১০ শতাংশ, স্বল্প বাণিজ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এবং বড় ঘাটতির ক্ষেত্রে আরও বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়।

ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে শুরু হয় নতুন বাণিজ্য ও শুল্ক কাঠামো। এরপর এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন পণ্যের শুল্ক কমানো, নন-ট্যারিফ বাধা সরানো, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা জোরদার এবং জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছে বলে জানান গ্রিয়ার।



তাঁর মতে, চুক্তিগুলোর আওতায় বাণিজ্য অংশীদাররা যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর শুল্ক সম্পূর্ণ বা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সম্মত হয়েছে। আমদানি লাইসেন্স, দ্বৈত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা কিংবা অবৈজ্ঞানিক মানদণ্ড ও বিধিবিধানের মতো নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া বা সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ও প্রয়োগ জোরদার করতে রাজি হয়েছে; জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করেছে এবং ডিজিটাল সার্ভিস কর আরোপ থেকে বিরত থাকতে সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি সেবা খাতে বাজার প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণে একমত হয়েছে। এ ছাড়া এসব দেশ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ যাচাই এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য বিকৃতকারী অ-বাজারভিত্তিক কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ ও সহযোগিতায় রাজি হয়েছে। অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ও মার্কিন পণ্য ক্রয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশকে অর্থবহ শুল্ক ছাড়, সীমান্তপারের বিনিয়োগে অংশীদারিত্ব, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ভোক্তা বাজারে ধারাবাহিক প্রবেশাধিকার

দিয়েছে।

তাঁর দাবি, এসব উদ্যোগের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ২ দশমিক ৭ শতাংশে, যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। একই সঙ্গে মজুরি বেড়েছে এবং উৎপাদন খাত আবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ দেখাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে গ্রিয়ার উল্লেখ করেন, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ২৫ বছর পর ম্যাগনেট উৎপাদন শুরু হয়েছে। ফিলাডেলফিয়া শিপইয়ার্ডে প্রায় ৫০ বছর পর তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসবাহী জাহাজ নির্মাণের অর্ডার এসেছে। ওষুধ, ধাতু ও অটোমোবাইল শিল্পেও নতুন বিনিয়োগ ও উৎপাদন লাইন ফিরছে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে তিনি স্বীকার করেন, কয়েক দশকে হারানো শিল্প সক্ষমতা রাতারাতি ফিরে আসবে না।

গ্রিয়ারের লেখায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়, পুনর্শিল্পায়নের জন্য শুধু শুল্ক নয়— প্রযুক্তি, শ্রমশক্তি, জ্বালানি, কর ও নিয়ন্ত্রক সংস্কারও প্রয়োজন, যা ট্রাম্প প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। বাণিজ্যনীতির দিক থেকে দেখলে বর্তমান কৌশল কাজ করছে বলেই তিনি মনে করেন।



# RMG exporters seek re-fixing of cash incentives on local yarn

They cite worsening condition of spinning mills and the need to improve export competitiveness

JASIM UDDIN

Apparel exporters have called for the restoration and re-fixing of cash incentives on the use of local yarn, citing the deteriorating condition of domestic spinning mills and the need to improve export competitiveness. They have proposed restoring the cash incentive on the use of local yarn in export-oriented apparel production to 5.0 per cent through apparel exporters. The incentive earlier stood at 4.0 per cent before being reduced to 1.5 per cent as part of government preparations for Bangladesh's graduation from the least developed country (LDC) status.

Exporters also decided to request the government to provide a direct 10.0 per cent incentive to spinners as an alternative support measure.

At a closed-door meeting in Gulshan on Wednesday afternoon, leaders of the BGMEA, BKMEA and BTMA agreed to jointly appeal to the government on the issue by next Sunday.

Speaking to The Financial Express after the meeting, BKMEA President Mohammad Hatem said the associations had agreed to seek restoration of the cash incentive considering the interests of local spinning mills.

He said re-fixing the incentive from the current 1.5 per cent to 5.0 per cent would benefit domestic millers and increase local value addition—an important requirement under the rules of the newly imposed US reciprocal tariff.

Mr Hatem also noted that under WTO rules, countries are allowed to provide such subsidies for a three-year grace period after graduating from LDC status.

- ▶ The incentive had earlier stood at 4.0 pc before being cut to 1.5pc as part of preparations for LDC status
- ▶ They also decided to seek a direct 10.0pc incentive for spinners as an alternative support measure

Raising concerns, he questioned why Bangladesh plans to fully withdraw cash incentives citing WTO rules, while India continues to provide various incentives to its exporters, enabling them to remain competitive in global markets.

Speaking separately to The Financial Express, Salehudh Zaman Khan Jitu, managing director of NZ Group, said domestic spinners are under growing demand-side pressure as yarn buyers increasingly source cheaper imports. As a result, many spinning mills are currently operating at only 50-60 per cent capacity.

He added that Indian spinners are offering yarn at prices at least 40 cents lower than local production costs, largely due to government subsidies in India.

Referring to a letter from the Bangladesh Tariff Commission to the Ministry of Commerce, Mr Jitu said the government is aware that Indian subsidies are enabling spinners to dump yarn in the Bangladeshi market, threatening the survival of local producers. The commission also found that yarn prices in the Indian domestic market are higher than export prices.

"If the government initiates anti-dumping measures against Indian spinners, the process will take at least two years," he said, adding that the

sector urgently needs decisive policy support to survive.

BTMA seeks extension of export incentive circular

Meanwhile, the textile sector has urged the government to extend the existing export cash incentive facility for another three years, warning that failure to do so could further weaken export performance amid rising costs and global economic uncertainty.

In a letter dated December 24 to Dr Md Khairuzzaman Mazumder, secretary of the Finance Division, Ministry of Finance, BTMA President Shawkat Aziz Russell requested continuation of export incentives and cash assistance for BTMA member textile mills until December 31, 2028.

The letter said export-oriented textile industries are facing severe challenges due to the combined impacts of the Russia-Ukraine war, the Israel-Palestine conflict, global economic slowdown, sharp depreciation of the taka, a 250 per cent hike in gas prices, and a 70 per cent increase in workers' wages.

BTMA said it represents 1,869 member mills, including spinning, weaving, dyeing, printing and finishing units, with cumulative investments of about US\$23 billion, the largest single private-sector investment block in the country.

The association noted that the textile sector supplies around 70 per cent of inputs to the ready-made garment industry. Together, the textile and apparel sectors account for nearly 85 per cent of Bangladesh's export earnings, while retaining about 30 per cent of foreign exchange domestically. It also highlighted challenges such as currency depreciation, political instability, labour unrest, and persistent shortages of gas and electricity, which have reduced capacity utilisation and sharply increased production costs.

Under Bangladesh Bank FE Circular No. 28, issued on July 10, 2025, export incentives and cash assistance were approved for the period from July 1, 2025 to December 31, 2025, and are set to expire at the end of this year. BTMA noted that spinning mills are holding large volumes of unsold yarn due to prolonged market challenges, forcing many units to significantly cut production and incur continuous losses.

This could eventually disrupt supply to export-oriented textile and apparel industries.

"In the prevailing circumstances, extension of FE Circular No. 28 for another three years has become imperative to ensure business continuity, protect investment, and support export competitiveness," the BTMA president said.

In January 2024, the government began restructuring export subsidies, reducing rates for 43 product categories from between 1.0 and 15.0 per cent to 0.3-10.0 per cent, triggering strong opposition from businesses now calling for a rollback to earlier rates.

newsmanjasi@gmail.com

